অসুস্থতা থেকে কবর পর্যন্ত

01-February-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন যে, আমি (সকল ওযীফা ছেড়ে দিবো এবং) নিজের পুরো সময় দুরূদ পাঠ করাতে ব্যয় করবো, তখন **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটি তোমার চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(তিরমিযী, ৪/২০৭, হাদীস: ২৪৬৫)**

কিউঁ কহো বেকস হোঁ মে, কিউ কহোঁ বেকস হোঁ মে
তুম হো মে তুম পে ফিদা, তুম পে করোড়ো দরূদ
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: **"نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ"** মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله!,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ রোগীর শুশ্রূষা করলেন

হযরত সায়্যিদুনা হাছিন বিন ওয়াহওয়াহ আনসারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন বারাআ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অসুস্থ হলেন, তখন **উম্মতের কষ্ট লাঘবকারী, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অথচ তখন শীতকাল ছিলো এবং আকাশে মেঘ ছড়িয়ে ছিলো, ফিরে আসার সময় হযরত তালহা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পরিবারের সদস্যদের ইরশাদ করলেন যে, এখন তার অন্তিম সময় বলে মনে হচ্ছে, আমাকে সংবাদ দিবে যেনো আমি তার জানাযার নামায পড়তে পারি এবং তার কাফন দাফনে তাড়াতাড়ি করবে। **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বণী সালেমের মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

হযরত তালহা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ রাত শুরু হওয়ার সময় তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওসীয়ত (Will) করে দিয়েছিলেন যে, যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তখন আমাকে দাফন করে দিবে এবং **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডেকোনা, অমুসলিমদের প্রতি আমার ভয় হয় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার কারণে যেনো কোন

www.dawateislami.net

ক্ষতি না করে বসে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা এরূপই করলো। সকালে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জানতে পারলেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত তালহা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কবর মোবারকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ সারিবদ্ধ হলেন, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! তালহার সাথে তোমার সাক্ষাৎ এই অবস্থায় হোক, যেনো সে মুচকি হাসি অবস্থায় থাকে। **(আল মু'জামুল কবীর, ৪/২৮, হাদীস নং-৩৫৫৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রচন্ড শীতের সময়ও **তাঁর** প্রিয় সাহাবা হযরত তালহা বিন বারাআ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শুশ্রূষা করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং যখন তাঁর মৃত্যু হলো তখন তার কবরে গিয়ে তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করলেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে আমরা এই সুন্দর সুন্নাত আদায়েও অলসতা প্রদর্শন করতে দেখা যায়, দুনিয়াবী ধন সম্পদ অর্জনে মগ্ন হয়ে আমরা এটা ভূলে গেছি যে, মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, আমরা এটা ভূলে গেছি যে, একজন সত্যিকার মুসলমান পরস্পর দুঃখ কষ্টের অংশীদার হয়ে থাকে, আমরা এটা ভূলে গেছি যে, একজন সত্যিকার মুসলমান তার অসুস্থ, নিঃস্ব এবং দূর্দশাগ্রস্থ ভাইয়ের সাহায্যকারী হয়ে থাকে। আজ আমাদের অবস্থা জানি এমন কেন হয়ে গেছে যে, আপন ভাই বোনের মাঝে ভালবাসা শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভাই মৃত্যুশয্যায় অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছে আর অপর ভাই পুরোনো ঝগড়া বিবাদকে ভিত্তি করে শেষ মুহূর্তেও দেখা করতে যায় না, পূর্বেকার দিনে হতো যে, কোন কারণে দু'জনের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হয়ে গেলে তবে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নম্রভাবে তাদের বুঝাতো, ছাড়িয়ে দিতো কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে স্যোসাল মিডিয়ার এই যুগে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, দু'জন ঝগড়া করছে আর তৃতীয় কেউ তা ভিডিও করছে, কারো এ্যাকসিডেন্ট হলে হাসপাতালে নেওয়ার কেউ থাকে না বরং দূর্ভাগ্যজনক ভাবে নিকৃষ্ট মানসিকতা সম্পন্ন কিছু মূর্খ সেই রোগীর মালামাল যেমন; মোবাইল, টাকা পয়সা, অলঙ্কার লুট করার চক্করে থাকে, ব্যবসায় ব্যস্ততার কারণে আমাদের নিকট ইবাদত করার জন্য সময় নাই, অথচ রোগীর ঘরে গিয়ে শুশ্রূষা করা, তার মনতুষ্টির জন্য তার নিকট বসা, তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করার উৎসাহ প্রদান করা এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করা সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের উপলক্ষ্য।

www.dawateislami.net

তু সারে মরীযোঁ কো আল্লাহ শিফা দেয় দেয়, আচ্ছা হে ফকত ওহ জু বিমারে মদীনা হে।
আফসোস মরয বাড়তা জা'তা হে গুনাহোঁ কা, দেয় দিজিয়ে শিফা আরয এ্যয় সরকার মদীনা হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৯২,৪৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলাম আমাদেরকে সদাচরণের শিক্ষা দিতে গিয়ে রোগীর মনতুষ্টি এবং তার কষ্ট লাগবের জন্য তার শুশ্রূষার করার আদেশ দিয়েছে আর এর আদবও শিখিয়েছে। রোগীর শুশ্রূষা করার দ্বারা তার রোগ কমে তো যায়না কিন্তু তার মন অবশ্যই খুশি হয়। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে হাসপাতালে, ঘরে অবস্থানরত রোগীদের শুশ্রূষা করার জন্যও যাওয়া উচিৎ, কেননা অনেক সময় হাসপাতালে এমন দূর্দশাগ্রস্থ রোগীও থাকে যাদের দেখাশুনার কেউ থাকেনা এবং বেচারা আক্ষেপের দৃষ্টিতে অন্যদের দেখে আর নিঃশব্দে যেনো এরূপ বলছে, আহ! কেউ আমাকে দেখার জন্যও আসেনা আর আমার অবস্থাও জিজ্ঞাসা করেন। আহ! কেউ যদি আমার সাথেও সহানূভূতি প্রদর্শন করতো। আহ! কেউ যদি আমার আরোগ্যের জন্য দোয়া করতো। এমতাবস্থায় বা যখনই সময় হয় তখন ভাল ভাল নিয়্যতে একদিন নির্দিষ্ট (Fixed) করে রোগীদের শুশ্রূষাও করা উচিৎ, কেননা এতে মাদানী ইনআমাত নং ৫৩ এর উপরও আমল হয়ে যাবে যে, **"আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন রোগী বা অসহায় ব্যক্তির ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সহানুভুতি জানিয়েছেন? এবং তাকে উপহার (চাই তা মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কোন রিসালা বা লিফলেট হোক) দেয়ার সাথে সাথে তাবীযাতে আত্তারীয়া ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন কি?"** আসুন! শুশ্রূষা সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি এবং একনিষ্টতা সহকারে আমল করার নিয়্যতও করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে কোন রোগীর শুশ্রূষা করে বা **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য নিজের কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায় তবে একজন আহবানকারী তাকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, আনন্দিত হয়ে যাও, কেননা তোমার এই পথচলা বরকতময় এবং তুমি জান্নাতে তোমার ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো।
(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৫, হাদীস নং-২০১৫)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে রোগীর শুশ্রূষা করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি পঁচাত্তর হাজার (৭৫০০০) ফিরিশতাদের মাধ্যমে ছায়া দান করেন এবং তার প্রতিটি কদমে তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন আর তার প্রতিটি কদমে এক একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন ও একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, যখন সে রোগীর সাথে বসবে তখন রহমত তাকে ঢেকে নেয় এবং নিজের ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে ঢেকে রাখবে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল জানায়েয, ৪/১৬৩, নম্বর-১৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মুসলমানের শুশ্রূষা করা কিরূপ ফযীলতপূর্ণ কাজ যে, ফিরিশতারা রোগীর শুশ্রূষাকারী সৌভাগ্যবানদের জান্নাতে ঠিকানার সুসংবাদ দেয়। রোগীর শুশ্রূষাকারীর উপর ৭৫ হাজার ফিরিশতা রহমতের ছায়া দান করে। রোগীর শুশ্রূষাকারীর প্রতিটি কদমে কদমে গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। রোগীর শুশ্রূষাকারীর প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের বর্ষন হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করতে যাবেন তখন তার ভাল মন্দ জানার জন্য উৎসাহপূর্ণ ভাবে খুবই সহানুভূতি সম্পন্ন ভঙ্গি অবলম্বন করুন এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়ও করুন, কেননা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন ইরশাদ করতেন: لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی অর্থাৎ কোন সমস্যা নেই اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এই রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রকারী। **(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৫০৫, হাদীস নং-৩৬১৬)**

ইয়ে তেরা জিসম জু বিমার হে তাশভিশ না কর, ইয়ে মরয তেরে গুনাহোঁ কো মিটা জা'তা হে।
আসল আ'ফত তু হে নারাযি রাব্বে আকবর, উস কো কিউঁ ভুল কে বরবা'দ হোয়া জা'তা হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

রোগীর শুশ্রূষা করার সময় বর্তমানে এমন অবস্থাও দেখা যায় যে, শুশ্রূষা করার জন্য আগমনকারী রোগীর মনতুষ্টি করার পরিবর্তে কষ্ট ও মনক্ষুন্নতার কারণ হয়ে যায়। অনেক সময় রোগীর শুশ্রূষার জন্য একই সাথে অনেক লোক এসে যায় এবং তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নবানে জর্জরিত করে, অহেতুক রোগের বিস্তারিত জানতে চায়, অনেক সময় তো রোগী থেকে এমন এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উত্তরে রোগী বেচারা মিথ্যাও বলে দেয় হয়তো, জি হ্যাঁ!

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামণায় **"অসুস্থ আবিদ"** রিসালায় তা বর্ণনা করেছেন, আসুন! মনযোগ সহকারে শ্রবণ করি যেনো আমরাও যদি কোন রোগীর শুশ্রূষা করার মহান সুন্নাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করি তবে রোগীকে মিথ্যা বলার আপদে লিপ্ত করার জন্য দায়ী না হই এবং স্বয়ং রোগীর উচিৎ যে, মিথ্যা বলে কাজ আদায় করার পরিবর্তে সত্যকে আকঁড়ে ধরে রাখা। অনেক সময় যখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হয়: আপনার শরীর এখন কেমন? তখন শরীর খারাপ হওয়ার পরও এভাবে উত্তম দেয়া হয়: (১) ভাল (২) অনেক ভাল (৩) একেবারে ভাল (৪) শরীর ফাস্ট ক্লাস (৫) কোন ধরণের সমস্যা নাই (৬) ভালই আছি (৭) সামান্যতমও কোন সমস্যা নাই (৮) একেবারে ফিট। এই পরিস্থিতিতে এরূপ উত্তর প্রদান মিথ্যায় গণ্য হবে।

অনেক সময় শুশ্রূষাকারী চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু না জেনেও বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির পরামর্শ (Suggestions) দিয়ে থাকে এবং অহেতুক প্রশ্ন ও বাচ্চাদের চিৎকার চেচামেচির কারণে রোগীকে পেরেশান করে দেয় অথচ শুশ্রূষা করার সময় রোগীর অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক, যদি এরূপ অনূভব হয় যে, আমাদের উপস্থিতি রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে তবে দ্রুত চলে যাওয়া উচিৎ, কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَام অর্থাৎ উত্তম শুশ্রূষা হলো দ্রুত ফিরে যাওয়া। **(শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি আ'দাবুল ইয়াদাতি, ৬/৫৪২, হাদীস নং-৯২২১)**

সুতরাং যখনই রোগীর পাশে যাবেন তখন তার সাথে উৎফুল্লতার সহিত সাক্ষাৎ করুন, এমন কথা বলুন যাতে তার সাহস বৃদ্ধি পায় এবং **আল্লাহ**র রহমতের উপর তার ভরসা দৃঢ় হয় আর রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ফযীলত বর্ণনা করুন, যেনো রোগী তার দয়াময় **রবের** পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব ও প্রতিদান অর্জনে সফল হতে পারে। সময় ও সুযোগ অনুযায়ী রোগীকে ভাল ভাল নিয়্যত করান, যেমন; সুস্থ হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামাআত সহকারে আদায় করবো, রোগাক্রন্ত অবস্থায় নামায কাযা হতে দিবো না, অধিকহারে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাবো, ১২ মাদানী কাজে সতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করবো, মাদানী কাফেলার মুসাফির হবো, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করবো ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

যেকোন বিপদে বা রোগে ধৈর্য ধারন করার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যার সম্পদ বা প্রাণের উপর বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং মানুষের মাঝে প্রকাশ করলো না তবে **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি দায়িত্ব যে, ত কে ক্ষমা করে দেয়া। (আল মু'জামুল কবীর, ১১/১৪৮, হাদীস নং-১১৪৩৮)

২. ইরশাদ হচ্ছে: মুসলমানের রোগ, দুঃখ-কষ্ট থেকে যে বিপদ অবতীর্ণ হলো এমনকি কাটাও বিদ্ধ হলো তবে **আল্লাহ তায়ালা** এই বিপদকে ঐ ব্যক্তির গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন। (বুখারী, কিতাবুল মরীয, ৪/৩, হাদীস নং-৫৬৪১)

চশমে করম হো এয়সি কেহ মিট জায়ে হার খাতা, কোয়ি গুনাহ মুঝ সে না শয়তাঁ করা চাকে।
হে সবর তু খাযানায়ে ফিরদাউস ভাইয়োঁ! আশিক কে লব পে শিকওয়া কভী ভি না আ'সাকে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রাণঘাতি রোগ থেকে নিরাপত্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, রোগাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা প্রতিদান ও সাওয়াবের কাজ এবং রোগীর জন্য অসংখ্য সুসংবাদ যে, রোগের কারণে গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে, এমনকি পায়ে কাটা বিদ্ধ হওয়া গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। মনে রাখবেন! দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মে রোগকে শুধুমাত্র বিপদই মনে করা হয় আর দ্বীন ইসলাম এমনই সুন্দর যে, যেখানে সবল ও সুস্থতাকে নেয়ামত ঘোষনা করা হয়েছে, সেখানে রোগ ও কষ্টকেও রহমত দ্বারা তাবীর করা হয়, কেননা রোগ যেমন গুনাহ ক্ষমা করানোর মাধ্যম, তেমনি কিছু সামান্য রোগও প্রাণঘাতি রোগ থেকে নিরাপত্তার মাধ্যমও হয়ে থাকে।

যেমনভাবে হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

☆ সর্দি রোগ নয় বরং মস্তিস্কের রোগের প্রতিকার। এর দ্বারা অনেক রোগ দূরীভূত হয়ে যায়। সর্দি সম্পন্ন ব্যক্তি উন্মাদ ও পাগল হয়না। ☆ যার কখনো চুলকানি হয়েছে তার কখনো শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ হয়না, সর্দি ও চুলকানিতে **আল্লাহ তায়ালা**র অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৯৫)

www.dawateislami.net

ফকীহে মিল্লাত হযরত মুফতি জালালুদ্দীন আমজাদি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রোগের উপকারীতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "রোগ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে কষ্ট হয় কিন্তু বাস্তবিকভাবে তা অনেক বড় নেয়ামত, যা দ্বারা মুমিনের অনন্ত প্রশান্তি ও আ'রামের অনেক বড় ভান্ডার অর্জিত হয়। তাই এই প্রকাশ্য রোগ রূহানী রোগের অনেক বড় প্রতিকার তবে শর্ত হলো ব্যক্তির মুমিন হওয়া এবং কঠিন থেকে কঠিনতর রোগের ধৈর্য ধারণ করা, যদি ধৈর্য ধারণ না করে বরং কান্নাকাটি করে তবে রোগ দ্বারা কেরা উপকারীতা অর্জিত হবে না অর্থাৎ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে।

(আনওয়ারুল হাদীস, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

ধৈর্যের ফল মিষ্ট হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যখন কোন রোগ বা দুঃখ অনুভূত হয় তবে অধৈর্য এবং অভিযোগ অনুযোগ করে, চিৎকার চেচামেচি এবং প্রত্যেককে জানানোতে রোগ চলে যায়না বরং ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে অর্জিত মহান প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্যের আচঁল আঁকড়ে ধররা উচিৎ এবং এভাবে আপনার মানসিকতা বানান যে, মানুষের অবস্থা সর্বদা একই রকম থাকে না। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তবে দ্রুত সুস্থও হয়ে যায়, কখনো দুঃখ এলে তবে এরপর অনেক আনন্দও নসীব হয়, অভাবের পর ধর্নাঢ্যতাও অর্জিত হয় কিন্তু মুসলমানদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ। আসুন! আপন **পাক পরওয়াদিগারের** দরবারে দোয়া করি:

ওহ বেচারে কেহ বিমার হে জু
জ্বিন ও জাদু সে বেযার হে জু
আপনি রহমত সে উন কো শিফা কি
মেরে মাওলা তু খায়রাত দেয়দেয়
ওহ কেহ আ'ফাত মে মুবতালা হে
জু গ্রেফতার রাঞ্জ ও বালা হে
ফযল সে উন কো সবর ও রিযা কি
মেরে মাওলা তু খায়রাত দেয়দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অন্তিম মুহূর্তে কি করা উচিৎ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় শুশ্রূষার জন্য এমন কোন রোগীর নিকট যেতে হয়, যার মাঝে মৃত্যু আলামত পাওয়া যায় এবং তার অন্তিম মুহূর্ত এসে যায়, মনে হয় যেনো এখনই তার রূহ বের হয়ে যাবে। এমতাবস্তায় কান্নাকাটি করার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে এই মানসিকতা রাখা উচিৎ যে, যে এই দুনিয়ায় এসেছে, তাকে একদিন এখান থেকে যেতেও হবে, বরং এর মতো আমাদেরও একদিন মরতে হবে এবং এর পরবর্তী ধাপগুলো অতিক্রম করতে হবে।

মনে রাখবেন! যার উপর অন্তিম মুহূর্ত চলছে, তার এক একটি মুহূর্ত আমাদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু আমরা আমাদের মৃত্যুকে ভূলে জানিনা কোন দিনের অপেক্ষায় নির্ভিক হয়ে বসে আছি যে, যাতে গুনাহ থেকে তাওবা করবো, নিজের মন্দ আমল ছেড়ে নেকীর কাজ শুরু করবো, প্রতিদিনের মৃত্যু সংবাদ জানিনা কেন আমাদেরকে উদাসীনতা থেকে জাগায় না।

হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক যুবককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে যুবক! তোমাকে যেনো তোমার যৌবন ধোকায় ফেলে না দেয়, কতযে যুবক এরূপ ছিলো, যারা তাওবা করতে দেরী করেছিলো এবং দীর্ঘ আশা ব্যক্ত করেছিলো, মৃত্যুকে ভূলে এরূপ বলতে থাকতো যে, কাল তাওবা করে নিবো, পরশু তাওবা করে নিবো এমনকি এরূপ উদাসীন অবস্থায় মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এসে গেলো এবং তার কবরে গিয়ে পতিত হলো। **(মাকাশাফাতুল কুলুব, ৩৪ পৃষ্ঠা)**

মনে রাখবেন! অন্তিম মুহূর্ত খুবই কঠিন হয়ে থাকে, যে এই অবস্থা অতিক্রম করেছে সেই এর কঠিনত্ব অনুভব (Feel) করতে পারবে, যদি মৃতব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে দুনিয়াবাসীকে মৃত্যুর কষ্টের অবস্থা বলে দেয় তবে তার জীবনের প্রশান্তি ও আরাম নষ্ট হয়ে যাবে। মৃত্যুর কঠোরতার আলোচনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুমিনের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে মৃত্যু থেকে কঠোর কোন ভয়াবহ বিষয় আর নেই, কেননা এর কষ্ট, কাঁচি দ্বারা কাটা এবং পাতিলে ফুটানোর চাইতেও বেশী, যদি কোন মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে দুনিয়াবাসীদেরবে মৃত্যু সম্পর্কে জানিয়ে দেয় তবে সে ব্যক্তি জীবনে কখনো উপকার গ্রহন করতে পারবে না এবং ঘুমেও শান্তি পাবে না। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/২০৯)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মৃত্যু সূধা কিরূপ তিক্ত যে, না চাইলেও প্রত্যেককে পান করতে হবে। অন্তিম মুহূর্ত এরূপ স্পর্শকাতর হয় যে, এতে একদিকে তো মৃত্যুর এই মুসবিত এবং অপরদিকে অভিশপ্ত শয়তানের হামলা (Attacks)। কেননা শয়তান মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে, এমনকি পিতামাতা রূপ ধারণ করেও অনেকের ঈমানের উপর আক্রমন করে আর অমসুলিমদের সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে।

এমতাবস্থায় **আল্লাহ তায়ালা** যার উপর বিশেষ দয়া করেন, সে শয়তানের হাত থেকে নিজের ঈমানকে বাচিঁয়ে নিতে সফল হয়ে যায়। এই অবস্থায় দ্বীন ইসলাম আমাদের একজন মুসলমানের কল্যাণ কামনায় কি আদেশ দেন এবং রূহ বের হওয়ার পূর্বে এবং পরে কোন বিষয় সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ, আসুন! এসম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ (Important) মাদানী ফুল শ্রবণ করি, যার উপর আমল করা শুধু আমাদের জন্য নয় বরং মৃত্যু বরনকারীর জন্যও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক উপকারী বলে প্রমানীত হবে। সম্ভব হলে এখনই এই ভাবনা করুন যে, অতি শীঘ্রই এসকল কিছু আমার সাথেও হবে, আজ আমি যাকিছু কোন মৃত ব্যক্তির সাথে করছি। অতি শীঘ্রই আমাকেও আখিরাতের দিকে সফর শুরু করতে হবে, **আল্লাহ তায়ালা** যেনো এর পূর্বেই আমারও চোখ থেকে উদসীনতার পর্দা সরিয়ে নেয় এবং আমিও যেনো জীবনে নামাযী হয়ে যাই, আহ! আমি যেনো সংশোধনে সফল হয়ে যাই।

☆ যখন রোগীর মাঝে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন সুন্নাত হলো যে, ডান পাশে কাত করে কিবলার দিকে মুখ করে দেয়া। (এরূপ করাতে রোগীর কষ্ট হলে করবেন না।) ☆ মৃত্যু সন্নিকটে হলে তখন তালকীন করুন, অর্থাৎ তার পাশে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করুন: اَشْهَدُاَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه কিন্তু তাকে পাঠ করতে বলবেন না। ☆ যখন সে কালেমা পড়ে নিলো তখন তালকীন করা বন্ধ করে দিন। যদি কালেমা পাঠ করার পর কোন কথা বলে তবে আবারো তালকীন করুন যেনো তার শেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه হয়। ☆ তালকীনকারী যেনো নেককার ব্যক্তি হয়, কেননা এই সময় নেক ও পরহেযগার লোক থাকা অনেক উত্তম এবং সেই সময় রোগীর পাশে সূরা ইয়াসিন শরীফের তিলাওয়াত করা ও সুগন্ধি জ্বালানো মুস্তাহাব। ☆ চেষ্টা করুন যে, সেখানে যেনো কোন ছবি বা কুকুর না থাকে,

www.dawateislami.net

যদি এই বস্তুগুলো থাকে তবে দ্রুত বের করে দিন, কেননা সেখানে এরূপ বস্তু থাকে সেখানে রহমতের ফিরিশতারা আসে না। ☆ যখন রূহ বের হয়ে যায় তখন একটি মোটা কাপড় দ্বারা মুখের নিচে থেকে মাথার উপর নিয়ে গিরা লাগিয়ে দিন যেনো মুখ খোলা না থাকে এবং চোখ বন্ধ করে দিন ও আঙ্গুল এবং হাত পা সোজা করে দিন, তার পরিবারের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী নম্রভাবে করতে পারে সেই একাজ করুন অথবা পিতা বা সন্তান করুন। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮০৭, ৮০৮)

মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠ করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কখনো এমন সুযোগ আসে যে, আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বা যেকোন মুসলমানকে এই অবস্থায় পাই, তবে এই মাদানী ফুল সমূহের উপর আমল করাতে যেনো কখনো অলসতা (Laziness) না করি, কেননা আমাদের সামান্য মনযোগ اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মৃত ব্যক্তির জন্য নাজাত ও মাগফিরাতের উপলক্ষ্য হতে পারে। বিশেষকরে মৃতুব্যক্তিকে কালেমা তায়্যিবার তালকীন তো অবশ্যই করা উচিৎ, কেননা হাদীসে পাকে মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা মুআজ বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, **নবীয়ে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যার শেষ বাক্য لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ হয় সে জান্নাতে যাবে। (আবু দাউদ, কিতাবুজ জানায়েয, ৩/২৫৫, হাদীস নং-৩১১৬)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: যদিওবা জীবনভর কালেমা পাঠ করতে থাকেও কিন্তু মৃত্যুর সময় অবশ্যই পাঠ করা উচিৎ, কেননা এর বরকতে ক্ষমা হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪৪৬) জানা গেলো যে, যখনই কোন মুসলমানের শেষ মুহুর্ত আসে তখন তার পাশে থাকা লোকেরা কালেমা পাঠ করুন, **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন এবং কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করুন, যেনো তারও পাঠ করা স্মরণে এসে যায়। যে লোকেদের মৃত্যুর কঠোরতার পরও কালেমা তায়্যিবা পাঠ করা নসীব হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় তার রূহ বের হয়ে যায় তবে এমন লোক বড়ই সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! কারো ইন্তিকালের সময় তালকীন করার পরও সে কালেমা পাঠ করলো না তবে আমরা এটা বলতে পারবো না যে, **"তার মৃত্যু ঈমানের সহিত হয়নি"**।

আত্তারের পেয়ারার ঈর্ষনীয় মৃত্যু

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকাযী মজলিশে শূরা মরহুম নিগরান হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন এবং এই অসুস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। অন্তিম মুহূর্তে যে সকল ইসলামী ভাই তাঁর পাশে ছিলেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, রাতের বেলা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে তখন তিনি বললেন যে, আমার মূখ কিবলার দিকে করে দাও, সুতরাং তাঁর আদেশ অনুযায়ী তাঁর চেহারা কিবলার দিকে করে দেয়া হলো। তিনি চোখ বন্ধ করে দরূদ ও সালাম এবং কালেমা তায়্যিবা পাঠ করতে রইলেন। অনেক্ষণ পর্যন্ত তিনি যিকির ও দরূদ সালাম পাঠে রত ছিলেন। অতঃপর উচ্চ আওয়াজে কালেমা তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করতে করতে তাঁর উপর অন্তিম মুহূর্ত এসে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর তাঁর রূহ এই নশ্বর দুনিয়া থেকে উর্ধ্ব জগতের দিকে উড়ে গেলো।

খোদায়া বুড়ে খাতেমে সে বাঁচানা,
পড়োঁ কালেমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচতে, সুন্নাতের অনুসারী হতে এবং মুসলমানের মনতুষ্টির মতো গুণাবলী অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন, ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, যেমন;

☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে মসজিদে উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব

www.dawateislami.net

হয়। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে ইলমে দ্বীন সম্বলিত মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা** বেনামাযীকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রচার ও সুনাম হয়ে থাকে। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়** করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে, এছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম এবং আউলিয়ায়ে কিরামের মোবারক চরিত্রের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ান হয়ে থাকে। আর যে সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়** অংশগ্রহন করে থাকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদেরকে এরূপ দোয়া দ্বারা ধন্য করেন।

জু পাবন্দ হে ইজতিমাত কা ভি, মে দেতা হোঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিতির একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং ইজতিমায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত হওয়ার নিয়্যত করি।

ইজতিমার বরকতে নেক হয়ে গেলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর একজন ইসলামী ভাই গুনাহের সাগরে ডুবে ছিলো, তার স্কুল জীবনের একজন ইসলামী ভাই প্রায় তার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসতো, একদিন সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র দাওয়াত দিলো। সে তার দাওয়াতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় গেলো, তার খুবই ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করলো। পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো, যেকারনে পরিবারের কয়েকজন কঠোরভাবে বিরোধীতা করলো কিন্তু মাদানী পরিবেশের টান এবং আশিকানে রাসূলের সদাচরণ তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আরো কাছে নিয়ে আসলো, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনতো এবং উৎসাহ পেতে রইলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

এয় বিমারে ইসইয়াঁ তু আ'জা ইঁহা পর, গুনাহোঁ কি দেগা দাওয়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ব্যক্তির প্রতি বিলাপ করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কারো ইন্তিকাল হয়ে যায় তবে অনেক সময় এই পরিস্থিতিতে অনেক শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ সংগঠিত হয়, যার মধ্যে একটি হচ্ছে বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির গুণাবলীকে বাড়িয়ে বলে বলে উচ্চ আওয়াজে কান্না করা, এটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এভাবে আহ মুসবত বলে চিৎকার করা, মুখ আচঁড়ানো, চুল খুলে দেয়া, মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা, বুক চাপড়ানো, উরুতে হাত মারা এসবই জাহেলিয়্যতের কাজ এবং হারাম। আওয়াজ করে কান্না করা নিষেধ এবং আওয়াজ বের না হলে নিষেধ নয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৪,৮৫৫)

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না করা অনেক সময় তো অধৈর্যের চরম পর্যায়ে চলে যায় এবং **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র স্বত্তার প্রতি অভিযোগ অনুযোগ করে কুফরী বাক্য পর্যন্ত বলে দেয়া হয় যার কারণে বান্দার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

তিনদিনের বেশী শোক পালন করা

ইন্তিকালের পরিস্থিতিতে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ হলো তিনদিনের বেশী সময় ধরে শোক পালন করা, যা হারাম। ইসলামের পূর্বে আরবে বিধবা মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত মংলা আবর্জনা যুক্ত ঘর, ময়লা পোষাকে থাকতো এবং পরিবারের সদস্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকতো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১৫১) এবং এভাবে একবছর পর্যন্ত শোক পালন করতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বামী ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়ের ইন্তিকালে শোকের জন্য তিনদিন নির্ধারন করে দিয়েছেন। (সাহাবায়ে কিরাম কি ইশকে রাসূল, ২৩০ পৃষ্ঠা) আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের সময় সীমা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় থাকবে। তবে কোন নিকটাত্মীয়ে ইন্তিকালে মহিলার তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করার অনুমতি রয়েছে এর বেশী অনুমতি নেই।

(দুররে মুখতার, কিতাবুত তালাক, ৫/২২৩)

www.dawateislami.net

যখন **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেলিয়্যতের যুগের এই পদ্ধতিকে বন্ধ করে দিয়েছেন তখন মহিলা সাহাবীরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর উপর আমল করা শুরু দিলেন এবং এই মন্দ রীতি ধ্বংস হয়ে গেলো। সুতরাং যখন হযরত সায়্যিদাতুনা জায়নব বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ভাই ইন্তিকাল হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا সুগন্ধি আনিয়ে লাগালেন এবং বললেন যে, আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলোনা, কিন্তু আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান মহিলার জন্য জায়িয নয় যে, সে তিনদিনের বেশী কারো শোক পালন করবে কিন্তু স্বামীর ইন্তকালে ৪ মাস ১০ দিন ছাড়া।

(সুনানে ইবনে দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২/৪২২, হাদীস নং-২২৯৯)

অনুরূপভাবে যখন উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর পিতার (হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) ইন্তিকাল হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁর চেহারায় সুগন্ধি লাগালেন এবং বললেন: আমার এর প্রয়োজন ছিলো না, শুধুমাত্র **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ মান্য করার উদ্দেশ্যেই করলাম। **(আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২/৪২২, হাদীস নং-২২৯৯)**

ফ্রিজারে রাখা

কারো মৃত্যু হলে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলোর মধ্যে একটি রেওয়াজ এটাও রয়েছে যে, মৃতের সন্তান যদি শহর বা দেশের বাইরে থাকে তবে এটা ভেবে তার অপেক্ষা করা হয় যে, যদি সন্তান জানাযায় অংশগ্রহন না করে তবে জানাযা কিভাবে হবে? লোকেরা বলবে: সন্তান এতোই অভিশ্বস্ত হয়ে গেলো যে, বাবার জানাযায়ও এলোনা, সুতরাং তাকে পৌঁছাতে দাও, অথচ তখন অন্যান্য সন্তানরা ভাই বোনরা বিদ্যমান এবং সেই আগত ব্যক্তির সংবাদ পৌঁছাতে বা গাড়ি/ফ্লাইট ইত্যাদি লেট হয়ে যাওয়াতে অনেক দেরী হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বেচারা মৃতের প্রতি অত্যাচার করা হয় তা কারো নিকট লুকায়িত নয়। এই অসহায় মৃতের শরীর নষ্ট না হওয়ার জন্য তাকে ফ্রিজারে রেখে দেয়া হয়, যাতে সেই লাশ (Dead body) বরফ হয়ে যায় এবং মৃতে এতে কঠোর কষ্ট অনুভূত হয়।

www.dawateislami.net

একটু ভাবুন তো! যখন সে জীবিত ছিলো এবং তার কোন কষ্ট অনুভূত হতো তবে পরিবারের সবাই কিরূপ অধৈর্য হয়ে যেতো, তার অসুস্থতায় সারা রাত জেগে তার মাথার পাশে বসে কাটিয়ে দিতো। তার কোন কাঁটা বিদ্ধ হলে তার কষ্টকে স্বয়ং নিজেও উপলব্দি করতো, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সকল ভালবাসাকে ভূলুণ্ঠিত করে জানিনা বেচারাকে কিভাবে ফ্রিজারে রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

গোসলের সময় মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া

অনুরূপভাবে গোসল দেয়ার সময় এলে তখন ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত বা মৃতের প্রতি অযথা ভয়ের কারণে মৃতের পরিবারের কেউ গোসল দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়না, তখন এমন কোন ব্যক্তি গোসল দেয়ার জন্য আসে যে সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে অনবহিত এবং খুবই কঠোরতার সহিত মৃতকে গোসল দিয়ে চলে যায়, অথচ মৃতকে গোসল দেয়ার সময় অনেক সতর্কতা ও নম্রতা করা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত যে, মৃতব্যক্তি সব কিছু জানে এমনকি গোসল প্রদানকারীকে বলে যে, তোমাকে দয়ালু **আল্লাহ তায়ালার** শপথ, তুমি গোসল দেয়ার সময় আমার সাথে নম্র আচরণ করো।

(শরহুস সুদুর, ৯৫ পৃষ্ঠা)

গোসল দেনে কে লিয়ে গাসসাল ভি আব আ' চুকে,
গোসলে মইয়্যত হো রাহাকে অওর কাফন তৈয়্যার হে।
ইয়া নবী পানি সে সারা জিসম মেরা ধুল গিয়া,
নামায়ে আ'মাল কো ভি গোসল আব দরকার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনই তো হওয়া উচিৎ ছিলো যে, আমাদের পরিবারের মৃতকে আমরা নিজেরাই সুন্নাত অনুযায়ী গোসল ও কাফন দিবো কিন্তু আফসোস! আমরা তো নিজের ভবিষ্যত উজ্জল করতে এবং উন্নত দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের দিকেই মনোযোগ দিয়েছি এবং ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত রয়েছি, স্যোসাল মিডিয়ার (Social Media) ভূল ব্যবহারে (Missuse) আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিয়েছি, বিভিন্ন এ্যপলিকেশন (Applications) তো চালাতে শিখেছি কিন্তু

www.dawateislami.net

ইলমে দ্বীন শিখিনি, গ্রাহককে নষ্ট মাল কিভাবে দেয়া যায়, তা তো শিখেছি কিন্তু নামায পড়তে শিখিনি, দুনিয়াবী পদ ও মর্যাদা পেতে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিই কিন্তু কোরআনে করীম পাঠ করা শিখিনি, অনুরূপভাবে মিলাতে থাকুন, কি কি শিখেছি এবং কি কি শিখিনি!!! আজ আমাদের পিতামাত, ভাই বোন বা নিকটাত্মীয়দের জানাযা পড়াতে পারিনা, সুন্নাত অনুযায়ী তাদের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে পারিনা, কোরআনে পাক পাঠ করে তাদের ইছালে সাওয়াব করতে পারিনা, কেননা এসব কিছু জানলেই তো আমরা করবো, আমরা তো এটা জানি যে কারো মৃত্যু হয়ে গেলো টাকা দিয়ে মৃতের গোসল করানো হয়, মসজিদের ইমাম সাহেব জানাযা পড়িয়ে দেয়, মৃতের বন্ধু বান্ধবরা দাফন করে দেয়, তাই আমাদের কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনোযোগ দিন! এখনো সময় আছে, আমরা নিজেরাও ইলমে দ্বীন শিখি এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও দ্বীনি মাসআলা শিখাই, নেক আমলের উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি গুনাহের প্রতি ঘৃণা প্রদান করি। এর বরকতে ইলমে দ্বীনের ভান্ডার হাতে আসবে এবং যদি আমাদের সন্তান নেক হয়ে যায় তবে মৃত্যুর পর আমাদের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার ভান্ডার হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাফন ও দাফনের মাসআলা জানার জন্য আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে **"কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"** সংগ্রহ করুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে রোগীর শুশ্রূষা এবং অন্তিম মুহূর্ত থেকে শুরু করে কাফন ও দাফন সম্পর্কে অশেষ জ্ঞান অর্জিত হবে। আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অপরাপর ইসলামী ভাইদেরকেও তা অধ্যয়নের উৎসাহ দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

www.dawateislami.net

কাফন ও দাফন মজলিশের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১০৪টি বিভাগের (Departments) মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"কাফন ও দাফন মজলিশ"**। যার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মাসআলা জানানো, মজলিশের ইসলামী ভাইদের বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দেয়া, প্রশিক্ষিত ইসলামী ভাইদের মুসলমানের সেবা করার উদ্দেশ্যে মৃতের গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করা এবং আত্মীয় স্বজনদের ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া। কারো ইন্তিকালে নিজের এলাকায় কাফন ও দাফন মজলিশের সাথে সম্পর্কীত ইসলামী ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে মৃতের গোসল এবং কাফনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবর কিরূপ হওয়া উচিৎ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আজকাল মৃতকে দাফন করার সময়ও সুন্নাত পরিপন্থি কবর খোঁড়া হয়, কবরস্থানে এক দেড় ফিট খোঁড়ার পর এতে ইটের দেওয়াল উঠিয়ে কবর বানিয়ে দেয়া হয় এবং কবরের অধিকাংশ অংশ মাটির উপর হয়ে থাকে, এটি ভূল পদ্ধতি, ☆ সুন্নাত হলো যে, কবর গভীর করে খনন করা, কবরের দৈর্ঘ্য মৃতের সমান এবং প্রস্থ অর্ধেক দৈর্ঘ্যের সমান আর গভীরতা অর্ধেক দৈর্ঘ্য সমান এবং উত্তম হলো যে, গভীরতাও দৈর্ঘ্য সমান হওয়া আর মধ্যম পন্থা হলো যে, বুক পর্যন্ত। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৪) ☆ কবর দুই প্রকারের হয়ে থাকে, (১) লাহাদ; কবর খনন করে মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে রাখার জায়গা খনন করে দেয়া এবং (২) সন্দুক; যা সাধারণত প্রচলিত, লাহাদ সুন্নাত, যদি মাটি এর উপযুক্ত হয় তবে এরূপ করুন এবং মাটি নরম হলে সন্দুক কবর করাতে সমস্যা নাই। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৫) ☆ কবরের ভেতর চাটাই ইত্যাদি বিছানো নাজায়িয, কেননা অকারণে সম্পদ নষ্ট করা হলো। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৪) ☆ মৃত ব্যক্তিকে কোন কাঠের সিন্দুকে রেখে দাফন করা মাকরূহ, কিন্তু কোন প্রয়োজনে যেমন; মাটি অনেক ভেজা তবে কোন সমস্যা নাই। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস

www.dawateislami.net

সালাত, ১/১৬৬ ও দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৫) ☆ যদি কফিনে রেখে দাফন করা হয় তবে সুন্নাত হলো যে, এতে মাটি ছড়িয়ে দেয়া এবং ডানে বামে কিছু ইট লাগিয়ে দেয়া আর উপরে মাটি দিয়ে লেপে দেয়া যেনো খেতরের অংশ লাহাদের মতো হয়ে যায় আর লোহার কফিন মাকরূহ এবং কবরের মাটি নরম হলে মাটি ছড়িয়ে দেয়া সুন্নাত। (দুররে মুখতার, কিতাবুলস সালাত, ৩/১৬৫) ☆ কবরের ঐ অংশ যা মৃতের নিকটে, তাতে পুড়ানো ইট লাগানো মাকরূহ, কেননা তা আগুনে পুড়ানো হয়। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৬) ☆ সম্ভব হলে ভেতরের কাঠের উপর সূরা ইয়াসিন শরীফ, সূরা মুলক এবং দরূদে তাজ পাঠ করে দম করে দিন। (মাদানী ওসীয়ত নামা, ৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেককারদের নৈকট্যের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে নিজের মৃত ব্যক্তির দাফন নেক বান্দাদের নিকটে করুন, কেননা তাদের বরকতে মৃত ব্যক্তির উপরও দয়া হবে, তিনিও **আল্লাহ তায়ালা**র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের অবিরাম বৃষ্টি বর্ষন হবে আর হাদীসে পাকে এর উৎসাহও বিদ্যমান:

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسْطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ আপনজনদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন করো।

(কানযুল উম্মাল, ৮/২৫৪, ৫০তম অংশ, হাদীস নং-৪২৩৬৪)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: (মৃতকে) নেককারদের পাশে দাফন করা উচিৎ, কেননা তাঁর নৈকট্যের বরকত একেও অন্তর্ভূক্ত করে, যদি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা**র আযাবের অধিকারীও হয় তবে তিনি শাফায়াত করেন, যে রহমত তাঁর উপর অবতির্ণ হয় তা তাকে ঘিরে নেয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৮৫)

সুতরাং যদি **আল্লাহ তায়ালা**র কোন নেক বান্দার নিকটে সহজে জায়গা পাওয়া যায় তবে আপনজনদেরকে সেখানেই দাফন করা উচিৎ। যেখানে আউলিয়ায়ে

www.dawateislami.net

কিরামের এতোই মহত্ব ও ফযীলত যে, তাঁদের নিকটে দাফনকৃতরা **আল্লাহ তায়ালার** আযাবে থেকে নিরাপদ হয়ে যায় তবে **সকল নবীদের সর্দার, হুযুর নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্থাৎ জান্নাতুল বক্বীতে দাফনকৃত মুসলমানদের শান ও মহত্ব কিরূপ হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মদীনা তায়্যিবায় ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত শাহাদত এবং জান্নাতুল বক্বীতে দাফন আর জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে জায়গা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ঈমান পে দেয় মউত মদীনে কি গলি মে, মদফন মেরা মাহবুব কে কদমুঁ মে বানা দেয়।
আল্লাহ করম ইতনা গুনাহ গার পে ফরমা, জান্নাত মে পরোসী মেরে আ'কা কা বানা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের ইছালে সাওয়াবের মাধ্যমে উপকৃত করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃতের দাফনের পর তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া এভং ইসালে সাওয়াবের ধাপটি আসে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং মৃত ব্যক্তি সর্বদা তার পরিবারের সদস্যদের ইসালে সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সে জীবিত ছিলো তখন তার পিতামাতা, ভাই বোন এবং বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি বিদ্যমান ছিলো এবং তার সকল দুঃখ কষ্টে এবং পরীক্ষায় তার সাথে সাথে ছিলো আর তার দুঃখ হালকা করার চেষ্টা করতো কিন্তু যখন সে সবাইকে ছেড়ে ছোট্ট ও অন্ধকার কবরে এলো তখন না তার পিতামাতা তার সাথে আছে, না ভাই বোন, না পরিবার পরিজন, এমনকি সেই বন্ধু বান্ধবরাও তার থেকে দূরে সরে গেছে এবং সে কবরে একা রয়ে গেছে।

যদি আমরা চাই যে, নিজের মৃত মুসলমান ভাইয়ের সাথে সদাচরন করতে, কবরের একাকিত্বে তাকে আনন্দিত করতে, তার প্রশান্তির ব্যবস্থা করতে তবে তার জন্য বেশী বেশী মাগফিরাতের দোয়া এবং ইসালে সাওয়াবের উপহার পেশ করুন, কেননা ইসালে সাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি আনন্দিত হয় এবং তার উপর **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

তায়ালার রহমত বর্ষন হয় আর মৃতরা জীবিত আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে ইসালে সাওয়াবের চরম অপেক্ষায় থাকে।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতের অবস্থা ডুবন্ত মাসুষের ন্যায় হয়ে থাকে, যারা চরমভাবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, পিতামাতা বা সন্তান অথবা বন্ধু বান্ধবের দোয়া যেনো সে পায় এবং যখন কারো দোয়া সে পায় তখন তার নিকট তা দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে সবচেয়ে উত্তম মনে হয়। **আল্লাহ তায়ালা** কবরবাসীদেরকে তার জীবিত আত্মীয়দের পক্ষ থকে উপহার স্বরূপ পাঠানো সাওয়াব পাহাড় সম দান করা হয়, জীবিতদের উপহার মৃতদের জন্য **"মাগফিরাতের দোয়া করা"** এবং তাদের পক্ষ থেকে **"সদকা করা"** এর ন্যায়।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৩৬, হাদীস নং-৬৬৬৪)

ভেজো এ্যয় ভাইয়ুঁ মুঝে তুহফা সাওয়াব কা, দেখোঁ না কাশ কবর মে, মে মুঁহ আযাব কা।

ইসালে সাওয়াব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানকে শায়খে তরিকত, আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি" মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা রোগ থেকে কবর পর্যন্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম যে,

- ❖ রোগীর শুশ্রূষা করার জন্য যাওয়া **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা।
- ❖ রোগীর শুশ্রূষাকারীর গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে।
- ❖ রোগীর যদি শুশ্রূষাকারীর কথাবার্তায় কষ্ট হয় তবে দ্রুত চলে যাওয়া উচিৎ।
- ❖ অন্তিম মুহুর্তে রোগীর পাশে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা উচিৎ।
- ❖ রোগীর পাশে বসে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির ও কালেমা তায়্যিবার তালকীন করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

❖ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় নম্রতা অবলম্বন না করা এবং মৃতকে ফ্রিজারে রাখা মৃতের জন্য কষ্টদায়ক কাজ।

❖ মৃত্যুর পর মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণে ইসালে সাওয়াব করাতে না শুধু আমাদের নেকী বৃদ্ধি হয় বরং মৃতেরও এর উপকারীতা (Benefits) অর্জিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই মাদানী ফুলসমূহ স্মরণ রাখতে এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মৃত মুসলমানের জন্য ক্ষমার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ**! হে আমাদের রব! আমাকে এবং আমার ঐ ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের জন্য কোন বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি খুবই মেহেরবান, অনেক দয়াবান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শুশ্রূষা করার মাদানী ফুল

শুশ্রূষা করা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা, আসুন! এসম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি। ☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) عُوْدُوا الْمَرِيْضَ অর্থাৎ রোগীর শুশ্রূষা করো। (আল আদাবুল মুফরিদ, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৮) (২) যে উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করলো অতঃপর আপন মুসলমান ভাইয়ের সাওয়াবের নিয়্যতে শুশ্রূষা করলো তবে তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর দূরে করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ, ৩/২৪৮, হাদীস নং-৩০৯৭) ☆ রোগীর শুশ্রূষা করা সুন্নাত, যদি জানে যে শুশ্রূষার জন্য গেলে সেই রোগীর কষ্ট হবে, এমতাবস্থায় শুশ্রূষার জন্য যাবেন না (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫) ☆ যদি রোগীর প্রতি আপনার মন অতিষ্ট বা স্বভাব আপনার পছন্দ নয় তবুও শুশ্রূষা করুন। ☆ সুন্নাতের অনুসরনের নিয়্যতে শুশ্রূষা করুন যদি শুধুমাত্র এই জন্যই রোগীর শুশ্রূষা করেন যে, আমি অসুস্থ হলে সেও আমার শুশ্রূষার জন্য আসবে তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। ☆ কারো শুশ্রূষার জন্য গেলেন এবং রোগের কঠোরতা দেখলেন তবে তাকে ভীতকারী কথা বলবেন না, যেমন; তোমার অবস্থা খুবই খারাপ এবং না তার কথায় মাথা নড়বেন যার কারণে অবস্থা খারাপ হওয়া জেনে যায়। ☆ শুশ্রূষা করার সময় রোগী বা দুঃখি ব্যক্তির সামনে নিজের চেহারায় দুখি ভাব রাখুন। ☆ কথাবার্তার পদ্ধতি এমন যেনো না হয় যে, রোগী বা তার আত্মীয়দের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় যে, আমাদের দুঃখে খুশি হচ্ছে! ☆ রোগীর পরিবারের সাথেও সমবেদনা প্রকাশ করুন এবং যে খেদমত বা সাহায্য করতে পারে ন করুন। ☆ রোগীর পাশে গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করুন। ☆ রোগীর দ্বারা নিজের জন্য দোয়া করান কেননা রোগীর দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ☆ শুশ্রূষা করার সময় সুযোগ অনুযায়ী রোগীকে নেকীর দাওয়াতও পেশ করুন, বিশেষ করে নিয়মিত নামাযের মানসিকতা দিন, কেননা রোগের সময় অনেক নামাযীও নামায থেকে উদাসীন হয়ে যায়। ☆ রোগীর পাশে বেশীক্ষন বসবেন না এবং চেচামেচিও করবেন না, যদি রোগী নিজে থেকে বেশীক্ষন বসার ইচ্চা করে তবে যথাসম্ভব তার আগ্রহকে প্রাধান্য দিন। ☆ রোগীর শুশ্রূষা করার সময় উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া উত্তম কাজ, কিন্তু উপাহার নিতে না পারা

www.dawateislami.net

অবস্থায় শুশ্রূষা করতে না যাওয়া এবং এরূপ ভাবা যে, যদি কিছু না নিই তবে সে কি মনে করবে, খালি হাতে চলে এসেছে। খালি হাতেও শুশ্রূষা করে নেয়া উচিৎ, না করা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। ☆ ফাসিকেরও শুশ্রূষা করা জায়িয, কেননা শুশ্রূষা করা ইসলামের হক সমূহের অন্তর্ভূক্ত এবং ফাসিকও মুসলমান।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝ কো জযবা দেয় সফর কা করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার,
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বারবার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net